মুন্ডারী গান

১

টিপির টিপির পানি আওয়েইলা, তাই দেইখকে
বুনুয়া জেনি পেটিয়া গাঁথায়না
কাকাকে ক্যেহথিনা বাঙালীমান কাহায়না
বনুয়া জেনি রোপে জানায় না।

২

সাগর সাগর হে.....
সাগর মহি সাগর হে.....
রাতি সাগর নিদ্রা ফিরাও..... ফিরাও হে
রাম যোজন ডাকিছি বানরে।

৩

আন দেশেক সাহাং মিয়া, হারদিয়াকা রাং যে,
রাংয়ে রাঙে রাঙে মিয়া রাঙে উধিয়ায় যে।

৪

দিদি মাছের ধেরে চাল (২)
খালের শিশায় দিদি মাছের ধেরে চাল
পোঠি মাছের ধেরে গেলে গর্ত খোঁড়ে হওয়েইলা
আবার টেংরা মাছের ধেরে গেলে হাতে কাটা গাড়েইলা
গাড়েই মাছের ধেরে গেলে কাদায় ঢুকায়না
আবার পানি আলে কই মাছেরটা ডেঙ্গায় উঠেলা (২)
দিদি মাছের ধেরে চাল (২)

৫

এহে দেখ গো দিদি (২) জনমের কড়ি
লাঙ্গল চাষে যায় রাহায় পোরাকের দড়ি।
লাঙ্গল মোর ভাইঙ্গ গেল দড়িতো ছিঁড় গেল (ঐ)

৬

আমার একটা বেটি রাহায় সোল বাজারে
শ্বশুর ঘার (বলি) বাগের আড়ায় কলসি
রাইখে পারায় আলায় বাপ ঘার
পারায় আসলায় বাপ ঘার
পারায় আলিস ভাল
করলি যাকরে বেটি দিন ধারকে
জামাই আলে লাগবেই লড়াই
জামাইকে নি মানবেই।
লুগা কাচলি ভালই কেরলি বাপ যার যাবেই
কেইকে বাপ যার দুরান দেশে
প্রান জুড়াব কার কাছে।

৭

যায় রিহি শহরে দেখা হলেই ডাহারে
লাঠি ঠেংগা গো গোয়া

লুইট লেলায় সবি
মাঠে চিমটি চাবালায়
ওহায় যমুনার ঘাটে
যায় রিহি গুড় গুড়
মাঠে চিমটি চাবালায়
ঠোঁঠে লাঠি ঠেংগা
গো গয়া লুইটলেলায় সবি

৮

কাঠ কাটি গরান কাটি নৌ কাকের গুড়া আটি
ঝিলের গাঙ দিশা থোও আঁধার, ও মা বনবিবি (২)

৯

আজরে তো কারাম রাজা ঘারে দুয়ারে
কালরে তো কারাম রাজা সাত নদীর পারে

১০

কাঁটা খালির বড়ই নাম গাছেতে পড়িল আম
হায় হায় ঝুপখালী (২)
কানে লাগাল ঝিকিয়া ভাই কান ফুলি।

১১

বনুয়াকে এতেই রিজ ছুয়ায় পুতায় গাহে গিত।
 উঝালি পাঝালি নাচ চায় না
বাঙালী মান দেখ রাখায় না।

১২

লক্ষন ধরিল ছাতা হে.....বামে বসিল সিতা রে....
গায়ে নীল বরন গায়ে হলুদী বরণ
সিতাকে বিহা দেওয়ে ঠাকুর ও লক্ষন (২)
সুর্পনখা এলো হেথা রে.....নানা ছলে কহে কথা রে
গায়ে নীল বরন, গায়ে হলুদী বরণ.....লক্ষণ।

১৩

রেল গাড়ির ১৬ই চাকা, গাড়ি চলে আকা বাকা
রেল গাড়ি কেশান ও বানায় মায়গো দেখে যাব (২)
উপরে তো লোহা লতি নিচে তো আগুন বাণী
রেলগাড়ি কেশান ও বানায় .....যাব।

১৪

ঝড় এলো ঝাপটা এলো
উড়ে শাল পাতা ওরে উড়ে এল শাল পাতা
উলটায়ে পালটায়ে দেখ বন্ধু ভোইজী ছোড়ির নাম লিখা।

১৫

তেরান (ত্রাণ) সব লোক পাওয়া তাথিক
আর হামনি নি পাওয়াথি
হানিকে মুড়ে তেল নে খায়।
পেটে ভাত নেখা নে খায়
ডাড়ায় লুগা নেখায়
হামার পেটে নেখায় ভাত

কাকেইরকে হিটকে যাবেই কাশি।

১৬

মেহমান আলাই এবার ঘারে
নেখেই কোন খাইক লাগুন
চাউর নেখেই ডাল নেখেই
কা রিন্ধকে দেবেন এবার দাদা গো।

১৭

ধান গাছের গোড়া কাল
জমিদারের কপাল ভাল
যতই টাকা লাগুক না কা
গুনোগারি দেবেই তবু নি ছাড়বেই পাড় ছড়ি।

১৮

হামে হেকি আদিবাসী
লাঙ্গল চষে যায় রিহি পরাকের দড়ি
লাঙ্গলতো গে টুটি গেলি, দড়ি ছিড়ে গেলি
হামে হেকি আদিবাসী
লাঙ্গল চষে যায়রে পরাকের দড়ি

১৯

বাকখালি / চন্দ্রকান্ত মুন্ডা
হামে না জানালি দুটি
হামেনা জানালিরে
এশান সুন্দর
কামাল কায়া নদীতে ডুগলি
ভাই হামেনি জানালিরে

২০

চন্দ্রকান্ত মূন্ডা
চুল হোলায় ঝাবার জুবুর
ঢিলা হোলায় কালরে
শ্বশুর ও ভেসুরো গো
লেগে আলাই লাজও লাগে

২১

চন্দ্র কান্ত মূন্ডা
চৈত্র বৈশাখ গো মাসে রে
ধুপেতে পড়িল ঘাসে রে
বাচা সেও ঘাসে ধান ও ফলে
আওরে আও বাচা আও
হামে যদি মুরি বাচা
হামে যদি কাটি তোমারি দোহায়

২২

হরিপদ মুন্ডা

বড় বড় জমিদার রে বড় জমিদার রে
হায় হায় ভেড়ি পলগই
বাঁন্ধে চমৎকার ওরে লাখোই নারে
লক্ষ নাইরে এ কারনে এ ভেড়ি
ভাঙ্গিলরে ঘোখারও কারনে
 ভেরি ভাঙ্গিলে রে।

২৩

উব দাসী মুন্ডা

ছুয়া পুতা কাকেই কে বিয়া দেবেন
টাকা পয়সা ঘারে নেখায় ঘারে
একমুঠা চার নে খায়
কাজ কাম কেরেনি
পারিলা ঘরে সেয়না বেটি–
কাকেরকে বিয়া দেবে
হায়রে হামার পুড়া কুপাল

২৪

উবদাসী মুন্ডা

মুশা খোরে যায়রি
কোদের লেইকে ছুয়া যে বেতরাই
যে মোইর বোলায়।

২৫

জোসনা মূন্ডা

কোথা থেকে এলেন হরি
গলাতে মারলি ছুরি
ভয় ও রাখি ডরও রাখি
বান্ধিয়া রাখিব পিঞ্জরা পাখি

২৬

চন্দ্রকান্ত মূন্ডা

কোথা থেকে এলেন না বলিলে
লোগের মাঝে
কিভা কাজে আসেছিলেন
না বলিলে লোগের মাঝে।
দুয়ারে দাঁড়িয়ে করেন দুষি
ফিরিয়ে যাও নাগর
ভাঙ্গলো পিরীতি
এসেছিলেন কিভা কাজে
না বলিলেন লোগের মাঝে
দুয়ারে দাঁড়িয়ে করেন দুষি
ফিরিয়ে দাও হে পিরীতি

নাগর ভাঙলো পিরীতি।

২৭

কলকাতালে দেখইকে আলি লোহার খুটিনে বাঘ বাধা
সেই বাঘেতে মানুষ মারে
দেখব বাঘের তামসা।

২৮

শেরস ফুলটা ধোপা ধোপা হারদি
কেহকে রিধলি। হায়রে সাইস না গেরিয়াবে
পাশা খেলে বাসলি।

২৯

দিয়াযে বারে দিদি(২), ভাকাচুরে ভুকুচু.....
আজিকারা আমশাকের রাতি রে.....
নি যদি জুটাতোও, নি যদি আটাতোও
আগে ভাগে কেইদে হানি চেইল যাবেই...
দিয়াযে বারে দিদি(২), ভাকাচুরে ভুকুচু.....
মানুয়াকের ঘার কেতেই দুরারে.....

৩০

এই গাছকের বাদরা আও গাছে যালা
আও গাছকের বাদরা এই গাছে আওয়েলা

৩১

মাড়োকের গুড়ুক তামুক কেরে রি খিয়াব যে,
যেকের সাঙে হিরিত পিরিত
সেকেরে খিওয়াব যে,

৩২

খাল ধারে ধাধাল মুশা পোরাকের বাসা যে,
পারাও পারাও মুশা বিলের চামকা তোও রে।

গান গেয়েছেন সুমিলা মুন্ডা / বাকডাঙ্গা তালা

৩৩

আইসমা সরস্বতী (২) আইসমা পার্বতী
তোমরী আসরে মাগো খেলব ঝুমারী।
ও মাগো সরস্বতী

৩৪

বড়ে লৌখার মাঝি খানো না সুপল
সেই ভাবনা। আগু পাছা লগি মের না।
সুবল সেই ভাবনা।

৩৫

ঝিঙা ফুল ফুইট গোলায় কলি আধারে
ঝিঙাকে দেশেকে যাবেরে নন্দ সখি ফুলালো যায়।

৩৬

গঙ্গায় বসিলেন কোল শহরে তুলিলেন
তারের উপর তার টানোটো আছে।
জল তার মতন জ্ঞান ত্রী ভূবনে আছেন।

জিতেন মুন্ডা/ ভূত কোয়ার (গোত্র)
(আমাবশ্যা) গান গেয়েছেন। পানোরানী মুন্ডা

৩৭

আমাশার গান :

হরি হো খোজা খোজাতে আলি
পুছাতে পুছাতে আলি
ওহায় মানয়াকের শাড়া নাহি পালি
রাই ঘরের শষ্য বাবা
ধোপা ঘারের বাকি সেহো বাত্তি
বারে লাগাল আমশ্যাকা রাতি।
নিহি যদি আটা থোও নিহি যদি
জুটা থোও সোজা মুখে করাতো যোবান
কুশুড়ি যে কুটে লাগাল ধাম-চুর
যে ধুমুচুর ওরে কুর্টে লাগাল আমশা গুড়ি গড়াইতে
নীলা মালা পানি রে।

৩৮

গোয়াল পূজার গান :

কোন সিং এ লেবে মারদা তে...লা সিন্ধুরা রে.....
বামা সিং এ লেবে মারদা মাড়ুকায়
ছাপেরারে ছাপেরা
গুড়ি ফেরা ছাপেরা ছাপেরাতো গেলায়
গাংকের ওপার।
কেরে চুমাও আনা ধানা লোছমী
পুতও চুমাত্তে ধেনু গায়ো
না দিনে লেবারদা মারা বাও পিটা
বও আজকে করাতো দুলারোরে।
দল সাইজকে আওয়াথায়।
কাঁচা বাঁসের ঝামড়া বাধাবোও তবু রাখাবেই
দল বেরিয়া

৩৯

দুঃখের গান

ওপারেতে এলো বান, খেয়ে গেলো ক্ষেতের ধান
আলি বসে জুড়াইব পরান,
আলি বসে জুড়াইরব বাচা বলাই বাস
মাহাজনকে দিব কি জবান।

৪০

আনান্দে গান

আইস মা সরস্বতী আইস মা পার্বতী
তোমারী আসরে আমি খেলব ঝুমারী
মাগো খেলব ঝুমারী।

৪১

বৃষ্টির গান

রিম ঝিম রিম ঝিম পানি বরিশাল
হায়রে লব হায়রে লব দলেনা দল সবুরায়।

৪৬

গোয়াল পূজার গান ২৭-১০-১১

চড়ো চড়ো নুপুর বাজে।
মোরদ আমার নহি ঘরে
ভুখের জ্বালা গো।
ছেলে কাঁদে কাঁদে

৪৭

পূজার গান

হরিহো খোজাতে আলি
পুছাতে পুছাতে আলি মানোয়াদের নাহি পালিরে
রাই ঘরের শষ্য ধোবা ঘরের প্রবাত্ত।
সেহো বত্তিবারে লাগাল আমশাকারতি।
নি যদি আটাথোও নি যদি জুটাথোও
সুকামুখে রাত জবানোরে।
গুড়ি যে কুটে লাগাল ধামাচুর
যে ধুমুচুর ওরে কুটে লাগাল আনঙ্গা কারাতিরে।
ওরে সে যে গুড়ি পরাইতে নালামালা পানিরে
মাদেরা রে মাদেরা মাটিকেসা মাদেরা
আরে গঙ্গা পদর গঙ্গা বেটি মোর বিহাদেল
কে তোখে আনে যাতোও কে তোখে দেখে যাতোও
ওরে সাতসে টংরি নদী পার। গুড়ি যে কুটে
লাগাল ধানচুরে বুমু চুর ওরে হসহো গুড়ি গরাইতে
নীলথালা পানিরে, নেহোরটি
পাকালেই চুটিয়াকের কানরে।

৪৭

বিয়ের গান

ওমাগো কোন দেশের দলিয়া
বেটিরে এহে দেশের দলিরা

৪৮

কোন দেশকে রশিক লীলা
আখরা শ্যাম। আমেলা
ভালো কেরকে নাচরে দিদি
আখরা ামেলা।

৪৯

বন কাটি জঙ্গল কাটি, চাষ করি আদিবাসী
জমা জমি ঠাকলে না বাঙ্গালি হামে বোকা আদিবাসী

৫০

মায়তো দেখে যা রেলগাড়ি
কেশানো বানালো
রেলগাড়ির ষোল চাকা

চালেইলা আঁকা বাঁকা
নিচে তো লোহা লদী
উপরে তো আগুন বান
উড়ে লাগাল পবন ও সমান

৫১

কোন দেশের রশীক এলো
আখরা শ্যাম এলো
ভালো করে নাচরে দিদি
বিদেশি ভোমরা

৫২

রতিকান্ত মূন্ডা
সানজিও সকাল বেলা
কেগো মারিও চালে ঢেলা
ঢেলা না লাগেই দিদি
সিন্দুর কে দোলা
হেকেই দিদি।

৫৩

বিরসা মূন্ডা ও তাঁর সংগ্রাম
(১৮ ৭৪–১৯০১) একটি বই=এ
কে এস সিং বিরসার স্বকণ্ঠে গাওয়া একটি গানের উলে- খ করেছেন–
"ভরা নদীতে বান ডেকেছে
ঝড় তুলেছে ধুলো
ময়না, ওরে পালিয়ে যারে, পালিয়ে যা।
আগুন আগুন জঙ্গলেতে চার দিকেতে ধোঁয়া।
ময়না, ওরে জ্বলছে যে তোর মা,
ভেসে যায় তোর বাপ
ময়না ওরে পালিয়ে যা...।"

৫৪

চেরীবালা মু‍ া/পার্বতী মু‍ া
বাজায় দিনতো ঢুলি তাই
ঢোলকেই হামেনা যাবে কচি ছাড়কে
তোই যাবে আগু আগু
হাম যাবে পেছু পেছু চলে যাবে
গো দিদি। শ্যামলো হামে যাবে তোর চুড়িয়াকে দোকানে।

৫৫

অর্থঃ ঢুলিরা
ঢোল বাজাবে ।আমি শাড়ির কুচনি ধরে তার পিছে পিছে নাচ করতে করতে যাবো তোর চুড়ির দোকানে।

৫৬

বনজঙ্গল কাটি কুটি চাষ করি অদিবাসী
বাঙালি মান ঠাক ঠুকাইকে লেলাই
এহে বোকা অদিবাসী।
অর্থ : মু‍ ারা বনজঙ্গল কেটে বসত গড়ে। বাঙালিরা ফাঁকিজুকি দিয়ে জমাজমি নিয়ে গেছে।

৫৭

চেরীবালা মু‍ া

ধুফার ফুল ফুট গেলো ফুলি অন্ধার রাত
ধুফার কে দেশে গে যাবে গে
নন্দ সখী– ফুলালো ও সখী ফুলালো
শস্য ফুল ফুট গেলো
ফুলি আন্ধার রাত[২]
শস্য কে দেশে গে যাবে গে নন্দ সখী
ফুলালো ও সখী ফুলালো

৫৮

চেরীবালা মুণ্ডা বাকখালি
চাওয়া না কাঠ দেবে মুশা
সেটের সোটা শটবো মুশা
কারাম রাজার সেবা না ইন্দ্ররাজার সেবা

৫৯

জয়মনি মুণ্ডা
দেগো মাতা দেগো ভিগ আরো
যাব গে অন্যঘর কালে যে কেরলেই
দেরী হাতে হাতে

৬০

আশপতি মুণ্ডা
আও আও হাসি শালুক খোড়ে যাই
আওড়া চারে দুবলা ঘাসে বাঁশি বাজালো
হানি পিনভে রাঙা লুগা
মুড়ে দেবেই ফুল।

৬১

হরিণ খোলা আশপাতি মুণ্ডা
মাড়োয়াকের গুড়ুক তামুক
কেকেরে খিয়াবি জেকের সঙ্গে
হিরীত পিরীত শেখেরে খিয়াবি
অর্থঃ বিয়ে শাদীর সময় দশজন একসঙ্গে হলে কলকে
তামাক দশজনে খাবেন।

৬২

মাড়োয়াকের ধারে ধারে
র[illegible]নিয়াগের বাসারে (২)
আনু প্রভু তীর ধনুক র[illegible]নিয়াকে মারবেই।
অর্থঃ

৬৩

আটল পাতে গেলায় হামার নাতিন
টেংরা মাছের ঝাড় লেলাই রাতি
ঝাড় লেলাই ভালই কেরলায় নাতিন
নাতিন কে মার মুরাই দেলাই
আটল পাতে গেলায় হামার নাতিন

৬৪

অর্থ

বিজয় মুন্ডা হরিণখোলা
গাছে দে খালিখোন্দা
হায়রে তাইতে দে পাতলি যান্দা
চোখ থাকতে পাখি গলায়
নিলেন ফাঁস পাখি গো
ঝুলায় মরি

৬৫

পুঁই শাকের গোড়া কালো
জমিদারের কপাল ভালো
নাবাল জমি না করিও চাষ
জোয়ার ভাটি খেলে বারোমাস

৬৬

শুকমণি মুন্ডা
শনি মঙ্গলবারে হাটবসে আতা পুরে
তাই শুনে দুলাল বাবু হাটে চলে যায়
ভাবের কালা চাঁনকে দিব
ঝাবার ঝুবুর কাল গা সখি ভাবের কালাচাঁন।

৬৭

শ্যামনগর
দে গো মতো দেগো ভিগ
আরো থাবে গে অন্যঘর
কালে যে কেরলেই দেরী
হাতে হাতে তুলেরে রথে
ভিখা দিতে সিতাকে তুলেরে রথে
রথ উড়াইলো শূন্য ঘরে
কাঁন্দে সীতা রঘুনাথ বনে।(অসমাপ্ত)

৬৮

হরেকৃষ্ণ মন্ডা হরিণ খোলা
বনজঙ্গল কাটি বুটি
হামে তো আদিবাসী
ছুয়া পোতায় মিলে বাস কেরবি বলে
এখান বাঙালি মান ফাঁকি
দেয়কে লেইলাই এখান বোকারে তোর
আদিবাসীরে।

৬৯

পারুল মুন্ডা বাকখালী, ৭ক্ষীরা
আনন্দের গান
ছোট খাটো সপনি চাল, দাদা শিকারী
অরুণ বনে দাদা, অরুন বনে এ দাদা
লাগাতেই ঝুমের যে,

৭০

আন দেশকে সান মাইয়া আজিকার রাতিরে
রংএ রংএ মাইয়া রঙ্গে উধিয়ায় রে

৭১

কাট কাটি গরান কাটি নৌকোকের গুলো আটি
ঝিলের গাঙ্গে দিশাতেই আধার মায়তো বনবিবি
নাও পার করিতে নাহি জানি
হরে কিষ্ট ভেটখালি

৭২

কোমরে শুভ বাকাই লাল বুটুরে উদো
ছারে মোর বাতি আরে

৭৩

কোমরে গাংজালাংয় লাল, বটুয়ারে উদ, শালে মোর
শতিয়ারে উদরে তোল ও মৃদাংগ বাজে নাচেন
শোভে আগে আগে

৭৪

য়ে হে দেখা গো জনমের খড়ি নাগল শোষে
যায়রা পারাকের দড়ি, দড়ি, দড়ি যে শিংড়ি গেল
লাগল উগি গেল, নারায়নো দশ কহে এ
কথা মিশ না হয়ে,

৭৫

ও দিদি শাদনি লো, তঞ্জ ভালতো মন ভাল
এক খুটি চাউল রান্ধে দেলেও, ঘারে নি কুলাউ লো
কত খায়টেকে আন দেলিউ ঘারে নি কুলাউ লো।

৭৬

রথিকান্ড় মুন্ডা ভেটখালি
আগেতো কেইনি রাজার সে গান তো রিহি হামসি
এখানতো শভো ইলাউ, যায় হলি হামসি।

৭৭

রকি পুরে বাস করি কালি শও হাট করি
হিছিড়ি হিড়ি চিডিং মাছের ঝর ছেওড়াকে ঝর

৭৮

কালি চরন মুন্ডা ভেটখালি
সূর্য উদায় কালে কি কাজে আইলে
মোরে। তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে
কি ছিল মোর কথা হে মাঠে নায়
নিশি ছিল। জ্বালায়না আর মোমের বাতি
ও কারণে ধনী গেল রাতি।
চন্দ্র বলি কুঁ ছিল ব্যাত হে যাবে ন্যায়
নিশি ছিল যথা দেওয়া রাখাল
ওগো সখি বাসিব, ও নিশান।
দুষ্ট বধিবারে কিষ্ট মারে খিল
অনাথে নাথ প্রভু গো দয়ালের নাথ

প্রভু ভুলো। নারায়ণ মখে কহত এ
কথা মিছা নহেে।

৭৯

চেরিবালা মুন্ডা গাইল
মুসা খড়ে যায়রি ছুয়া বেতরায় কে
ছুয়াটা মোর বেলায় এখান
কানকে কা কেরবেই। তবু মুশা খোড়া নি ছাড়বেই।

৮০

আদিবাসী ঝুমুর সঙ্গীত
কৌশলা মুন্ডা/রানি মুন্ডা /হরে কৃষ্ণ মুন্ডা
সাপখালি
বনকাটিলা জংগল কাটিলা আদিবাসী বাম
কেরী ভিটা মাটি লুটলেলা (২) বাঙ্গালী
মোরিলি মাটি লেলাহ রাস্তায় বকারে আদিবাসী

৮১

হাতে ঠেংগা ঘাড়ে কদের যাতিথো ঘংগমা
মুসা খড়ে মুসারে তো কঠিন জাত হাতাসে
তো মুড়। জাত কারতি পারতি মুসা লেজরি
পালে কদরে চামকে দেবা।

৮২

বিলেং কেরেলা মেউং মেউং মুসাটা মাটি
যারা তলা দিদি ছয়লা টাকা দারনা দিদি
কমর কারে বাঁশি ম্যতও

৮৩

হাতে ঠেঙ্গা ঘাড়ে কোদের
যাতিথো ঘোঙা মুশা খোড়ে
মুশারে তোর কঠিন জাত
হামতো মুড়া জাত
পারাও পারাও মুশা
লেজার পালে কোদেরে
চামকায় দেব।

৮৪

শুকমনি মুন্ডা
বাপে মোরা লে টুয়ারারে টাপেরা
ছোয়া পোতা সিটি ছান
আমাশারে রাতি চাপা চুয়া
রোটি পাকায় চুটিয়া কাম

৮৫

বিজয় মুন্ডা
হাতে ঠেংগা ঘাড়ে কোদের
যাতি থো ঘোঙা মুশা খোড়ে

মুশারে তোর কঠিন জাত
হামতো মুড়া জাত
পারাও পারাও মুশা
লেজরি পারে কোদের
চামকায় দেব।

৮৬

আইস মা স্বরস্বতী
তোমারো আসরে
মাগো খেলব
ঝুমেরী ও মাগো স্বরস্বতী (২)

৮৭

বড়ো লৌখার মাঝি খানো না সুপল
সেই ভাবনা আগু পাছা লগি মের না
সুবল সেই ভাবনা।

৮৮

ঝিঙা ফুট ফুট গেলায়
ফুলি আঁধারে
ঝিঙাকে দেশেকে নন্দ সখী ফুরালো যায়

৮৯

গঙ্গায় বসিলেন কোল শহরে তুলিলেন
তারের উপর চার টানানো আছে
জলতার মতন জ্ঞান ত্রী ভুবনের আছেন।

৯০

মায়ের বেটি হাতে ফুল
তামুক লাগুন বেয়াকুল
ও তবে ওহো বেটি ওহো বেটি
না ডুবাবে কুলরে শ্বশুর ও চুযাতও গেন্দা ফুল।

৯১

টাহার টাহার রেঙ্গিরিয়া
আহাদিকার রাংরে (ঐ)
রংঙে রংঙে মিয়া রাঙে অবিষায় যে।

৯২

নাওয়া নাওয়া চোকরীমান
পানি আনে যায় না (২)
পানি ভিতারে ব্যাংক টইলা
বাজায়না বাদ্বস্যতলে।

৯৩

কেতেই বানে গে নদী ছুটাথৌ ও আবিয়া
আলংকে পালংকে নীদ রশিদা লাগিয়া।

৯৪

ভেইসা সুরারে ঝাল
ছামেতো যাবও বাবা (২)
গুর ্কে খোজাররে
হানে তোয়াব ওবাবা
গঙ্গা গহার।

৯৫

পইশাকের গড়া কালো
জমিদারের কপাল ভাল
নাবাল জমি না করিও চাষ গো
জোয়ার ভাটি খেলেই বারো মাস।

৯৬

আমি গেলাম গয়া কাশি হো
কিনে আনলাম জ্যোতা বাশিগো
হায় হায় ঐ বাঁশিটা ঐ বাঁাশিটা
অল্প দরে অল্প দরে নিয়না সই
বাবন করার জলে নিয় না।

৯৭

কৈখালীর বড়ই নাম
গাছেতে পড়িল আম
হায় হায় ঝুপখালী (২)
কানে লাগাল ঝিকিয়া
ভাই কানফুলি।

৯৮

খাল ধারে ধাধাল মুশা।
লেঙ্গা ধারে মুড়রে
পারাও রে পারাও মুখা
বিলেং যোছা থোও।

৯৯

ডিগিজিগি ডিগিমিগি
বাজনা যে বাজে হো
ওহায় মনোয়াকের
ঘারা কেতেই ধুরে হো।

১০০

যে দিন মসা দেরি আওয়েলা
সে দিন ডাহর পালা হিলেইলা
ও কে জান মায়ে বেটি
সিন্দুর কাজল কারাইতে
ওহো হবলা-উহগাথোও
ওহো বেলা ডুহুগাথাও

তবু নাহি আয়েলা।

১০১

পান খাইলে ভাল
করলে পানের ও জিপ
লাগল চাদরে ওগো
আগোই রাধে কেন
এলি বনের ও ভিতরে

১০২

সাপুড়া পাপুড়া তোরে
মন্দ্রর করনে গুর"হে
সখিগন সব ডালেই
বসে ঝাড়েন কিন্তু সখিগণ
গোবিন্দ হরে রান
হায় হায় ঝাড়েন কিন্তু শিষ্যগণ
গোবিন্দ হরের্হরাম রাম।

১০৩

কে তোকে দেলায় তামা
পিতল সোনারে
কে তোকে দেলায় গরব ধন
হায় হায় ঝাড়েন সখিগণ
গোবিন্দ হবে রাম
হায় হায় ঝাড়েন কিন্তু শিক্ষাগণ
গোবিন্দ হরে রাম রাম।

১০৪

উপরেতো সাড়োরে
সন গিধি নিয়া নান্ড়রে
মাড়ো রে গড়ু
কেশাতে নাবলে বিশ্ব
নাভুকে বহিনী লেইখে
রাখাবায় পন্থ্যধুর।

১০৫

ঝুর হুর মোর বাজন
বাজে না ভুকবিশ না
ভুগকে বহিনী লেইছে
রাফাবয়ে পন্ধ্য ধুর (ঐ)

১০৬

চুল হলায় ঝাবার ঝুবুর ঢিলা হলায় কালরে
শ্বশুর ও ভেইসুর মোর লেগে আলায়
লাজে মরলায়।

১০৭

টিম টিম পাখিটা বাগুনবারি
বাসাটা ফুড়ুত করে উড়ে পাখি
নামে ফুটে কাঁটা রে

১০৮

হাত বাঁক পারে কাকা আরো বাকা
হায় বনো কালি কেনো এলি বনেরও ভিতরে
মনে ও ফাখা বনে এলে ভাল করলে
এক খিলি পান লিলি
পানের ছিপ লাগিল চাগরে (ঐ) কি বন মালি

১০৯

দাদা গেছে মাছ মারিতে শুকনো নদীর ধারে
এ দাদা গুলামটা দেনারে মেরে দিব
শংক রাজার চিল।
ছক্কা গেল গুড় গুড়ায়ে মইলটে এলো চোখে
ও ছক্কা নাচ লাগাওরে নীলাম বাজারে।

১১০

জুড়ি গাছের আগায় শংক বিবলের বাসা আছে
খানিক ওড়ে খানিক বসে মিছায় কর
আশা সখি ভাবের কালাচান
ধাড়িটাকে মারবো
বাচ্চা গুনাকে পোশাব ও
সখি ভাবের কালাচাঁন।

১১১

গাছে দেখালি খোন্দা তাইতে আড়ালি ফন্দা
চোখ থাকতে গলায় নিলি ফ্যাস পাখি
ঝুলায় মরাতি।

– সুমিলা মুন্ডা

১১২

যায় রহি এই বাসের এই গুণ
কাঁচা বাসের লাগে ধুন ঝরে ঝরেলে প্রাণ ঝরে
রাধার মন বোই ব্যথাকুল ধরো।

১১৩

কাঁহা করো হেকিম বাবু হো হায়–
লাম্বা লাম্বা ধতিয়াছো
হায়রে ডালা কাহাল ধেইলা
নি ফেলায় বেসেক পালার কিয়ারে

১১৪

ও ভাই কালা
সাধের মালা পর দেখি
গলে, হার গেঁথেছি এনেছি চাপা ফুলের মালা
মালা যখন দুলবে বলে
মাঝে তোর দুঃখ যাবে ভুলে।

১১৫

বড় বড় দুনিয়ার মাঝে পিরীতি আছে
আরো আছে কালো নিদ্রা ঘুমরে বাচা
ভদরে মন মারিলে সুদনকে যাবে সঙ্গে।

১১৬

আংনা মেকার ঝুমের খেলে
পিছরা বাটে চোর ছোট মোট নানা কেলেই
পারালায় চোর গো (ঐ)

১১৭

পানি আনে গেলে গৌরি না আলে
বেলা বেলি ঠেস ও লাগালাও বারি
ভাইগে লোগও যায়রী।

১১৮

আংনা মে শ্বশুর শুতাল পিড়ামে
ভেইশুর সুতাল গড়েবো পেখরি বাজে
রামঝাম কেইশেনে খেল যাববোও
হাস হায় রাম (২)

১১৯

যা রাহাই সাঙ্গো রে–
সাঙ্গো সাঙ্গো রাহালি
বী চইট গেলায় চটি।

১২০

ঘামে ভিজাতো লিলো শাড়ি তো
বর্ষা কালে কদমের ডালে বসে কে বাজালে বাঁশি
হায়রে হায় বটে নন্দলাল পাটের কুলায়রে।

১২১

বেটিগো পানো যায়কে সুখ রাঙা দল যেরিয়াত
মায়গো কোন দেশকে দলিয়া বেটিয়ে ওইদেশকে
কাঁচা বাজের দোলি ঝামড়া
তবু রাখাও দল ও চোরয়াত
দল মাপকে আওয়ারায়া।

১২২

রসের কে লালিয়া
ভ্রমরারে বসে বসে
প্রেম কর নবি নো
ছকরা। কেউ বা
গেছে কাঠ কুড়াতে
কেউবা গেছে বনে
হরিণটাকে মেরেছে
ভাই নতিন যৌবনে।

১২৩

চাষলে ও খেতে ধেইয়া বুটিয়া হেরায় গেল
খোজে গেলি প্রিয়াতো বাহারও দিন লাগে

১২৪

হামার নয়না ঠেরে বেরে তোর নয়ন কাঁথারে
বলুন এক ময়না পিঞ্জর তাহারা
আম্বাকা ভাইরে ভাইরে কইলিকের বাসারে।

১২৫

ফেতেই খানে গে নীদ ছুটা থোও
আখিয়া আলংকে পালংকে নীদ রশিকা লাগিয়া
এক কোষ যায় রহি দুই কোষ যায়রহি তিন কোষ
গে বাণী বাংগো রাণী তোর নেহহার হামার শশ্বর ও রারী।

১২৭

কাঁহা থাথিস গেদিদি পেয়রিনী, সোনার ও মন্দির ঘর
শূনী করি। এসেছিলে কিবা কাজে, না বলিলে লোক
লাজে, ফিরে যাও হে তোর সাথে ভাঙাল পিরিতি।

১২৮

আলনে পালনে বাছা রৌদ্রে শুকায় মরিলে সুধা
কে সংগে যায়। যার ঘরে ছেরা নাই তার ঘর রয়।
টাগার টুগুর ছেলাই যুতে কাদা করেছে।

১২৯

মুড়া ঘারে জন্ম লেলি কোদের ওটাং গালিরে
মুশাকে চামকাতি না বহৌকে চামকাতি।

১৩০

শস্য ফুলটা ধোপা ধোপা হলুদ বলে রেধেছি
ওশাশুড়ী গাল দিওনা পাশা খেলতে বসেছি।